MAR. 13 2002

যুগান্তর

কাল এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা শুরু : পরীক্ষার্থী ১২ লাখ

যুগান্তর রিপোর্ট

নকল প্রতিরোধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণার মধ্য দিয়ে আগামীকাল থেকে দেশের বৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১০ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ মোট ১২ লাখ পরীক্ষার্থী দাখিল ও এসএসসি ভকেশনাল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এবার মোট কেন্দ্রসংখ্যা ১৫৯৫টি। তন্মধ্যে এসএসসি'র ৮৬০টি কেন্দ্রের প্রায় আড়াইশ' কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। গত বছর এসএসসি পরীক্ষার সময় সরকার থানা সদরের বাইরে আর কোন কেন্দ্র না রাখার সিদ্ধান্ত নিলেও এবার সেসব কেন্দ্র বহাল রাখার পাশাপাশি নতুন করে এসএসসি ৭টি ও দাখিলের ১টি কেন্দ্র দেয়া হয়েছে। প্রথম দিনে আগামীকাল ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। নকলের ভয়াবহতা কমিয়ে আনার জন্য সরকার এবার সচেতনতা বৃদ্ধিসহ পরীক্ষা কেন্দ্রে কড়াকড়ি আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক, কেন্দ্র সচিব ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক গতকাল দুপুরে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানে নেয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে তাকে অবহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী

কাল : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ১

কাল : পরীক্ষা

নকল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রবণতা কমিয়ে আনতে কঠোর মনোভাব গ্রহণ এবং প্রয়োজনে পরীক্ষার প্রথম দিনে নকলে সহায়তাকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বিকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, এবার পুরোপুরি নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্ভব না হলেও গত কয়েক বছরের চেয়ে নকল কম হবে। শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু জানিয়েছেন, পরীক্ষা কেন্দ্রে সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় এবার পরীক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কাউকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। কেন্দ্রে প্রবেশের সময় পরীক্ষার্থীদের শরীর তল্লাশি করা হবে। কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা হবে। নকলবিরোধী জনমত গড়ে তুলতে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন গত ক'দিন ধরে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে গিয়ে মতবিনিময় করছেন এবং প্রশাসনকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। নকল প্রতিরোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা শুরুর ঠিক আগ মুহূর্তে এসব প্রচার-প্রচারণায় নামলেও পরীক্ষা প্রশাসন এখনও কার্যত অচল রয়েছে। এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা অনুষ্ঠানে প্রধান ভূমিকা পালনকারী ৬টি শিক্ষা বোর্ডেরই চেয়ারম্যান পদ শূন্য। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সচিবসহ সারাদেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর সমন্বয়কারী ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান– সবাই এসএসসি পরীক্ষা পরিচালনায় নতুন হওয়ার কারণে মন্ত্রণালয় ও বোর্ড বিভিন্ন কাজে হিমশিম খাচ্ছে। শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ছুটোছুটি ও মন্ত্রণালয়ের হাঁকডাকের পরও এবার নকল কমবে এ ব্যাপারে কেউ আশ্বস্ত হতে পারছেন না। এবারও সারাদেশে প্রায় ৩০০ কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, বরিশাল, বরগুনা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রামসহ কয়েকটি জেলার অতিরিক্ত নকলপ্রবণ এসব কেন্দ্রের ব্যাপারে প্রতিবছর বোর্ড থেকে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হলেও এবার তেমন কোন পদক্ষেপের কথা জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। এ বছর আসন বিনিময় ব্যবস্থার অধীনে পরীক্ষার্থীরা নিজ স্কুলের বাইরে অন্য স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। যেসব স্থানে স্কুল পরিবর্তন সম্ভব নয়, সেখানে অন্য স্কুলের শিক্ষকরা পরিদর্শক থাকবেন। স্কুলের পিয়ন, দারোয়ান ও ঝাড়ুদারদের অন্য স্কুল কেন্দ্রে পাঠাতে বলা হয়েছে। গত বছরের চেয়ে এবার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় মাত্র ৫০ হাজার পরীক্ষার্থী বেড়েছে। গতবার সারাদেশে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ৯ লাখ ৭২ হাজার ৯০০ এবং দাখিল পরীক্ষার্থী ১ লাখ ৫০ হাজার ৯৬৫ জন। চলতি বছর মোট এসএসসি পরীক্ষার্থী ১০ লাখ ২৪ হাজার ১৩৯, দাখিল পরীক্ষার্থী ১ লাখ ৫২ হাজার ১৫৭ এবং ২৫ হাজার ৫৯১ জন এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার্থী। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৫ লাখ ৭৬ হাজার ৮৫৪ জন ছাত্র এবং ৪ লাখ ৪৭ হাজার ২৮৫ জন ছাত্রী। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৪৮৪, মানবিক বিভাগে ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৫৭৭ এবং বাণিজ্য বিভাগে পরীক্ষার্থী ১ লাখ ৯১ হাজার ৩৭৮ জন। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫ লাখ ৮৪ হাজার ৭০০ জন নিয়মিত ও ৪ লাখ ৩৭ হাজার ৮৭১ জন অনিয়মিত পরীক্ষার্থী। অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে গত বছর গ্রেডিং পদ্ধতির প্রথম ফলাফলে এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে। ১ হাজার ৮৫৮ জন পরীক্ষার্থী এবার মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রতিবারের মতো এবারও দেশের উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বোচ্চ ৩ লাখ ১২ হাজার ৯০১ জন। এর মধ্যে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৪২৬ জন ছাত্র ও ১ লাখ ২৯ হাজার ৪৭৫ জন ছাত্রী। ৪ হাজার ৩৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব পরীক্ষার্থী ২১২টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। ঢাকা বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থী ২ লাখ ৮১ হাজার ৩৫৯ জন। ৩ হাজার ২৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ১ লাখ ৫৫ হাজার ৮০৪ ও ছাত্রী ১ লাখ ২৫ হাজার ৫৫৫। বিদেশে ৬টি কেন্দ্রসহ ঢাকা বোর্ডের কেন্দ্রসংখ্যা ২২০। কুমিল্লা বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থী ১ লাখ ২৭ হাজার ৫৪৩ জন। ১ হাজার ৩৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ৬৯ হাজার ৮৪৮ ও ছাত্রী ৫৭ হাজার ৬৯৫ জন। কেন্দ্র ১২৫টি। যশোর শিক্ষা বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থী ১ লাখ ২৩ হাজার ৭৫০ জন। ১ হাজার ৯৫৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব পরীক্ষার্থীর ৭২ হাজার ৯২৭ জন ছাত্র ও ৫০ হাজার ৮২৩ জন ছাত্রী। কেন্দ্র ৯৮টি। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থী ৮২ হাজার ৯১৩ জন। ৮০৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব পরীক্ষার্থীর ৪২ হাজার ৯৩৪ জন ছাত্র ও ৩৯ হাজার ৯৭৯ জন ছাত্রী। অপেক্ষাকৃত নতুন বরিশাল ও সিলেট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম। বরিশাল বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থী ৬২ হাজার ৬৯০ জন। ১ হাজার ২৬৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব পরীক্ষার্থী ৬০টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষার্থীদের ৩৫ হাজার জন ছাত্র ও ২৭ হাজার ৬৯০ জন ছাত্রী। সিলেট শিক্ষা বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থী ৩২ হাজার ৯৮৩ জন। ৫৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব পরীক্ষার্থী ৫১টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। এর মধ্যে ১৬ হাজার ৯১৫ জন ছাত্র ও ১৬ হাজার ৬৮ জন ছাত্রী। মাদ্রসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৮ হাজার ১০৪টি মাদ্রাসার মোট পরীক্ষার্থী ১ লাখ ৫২ হাজার ১৫৭ জন। এর মধ্যে ৯৪ হাজার ৩৬৩ জন ছাত্র ও ৫৭ হাজার ৭৯৪ জন ছাত্রী। তারা মোট ৩৬০টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় মোট ২৫ হাজার ৫৯১ জন পরীক্ষার্থী ৩৭৫টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে।

নকল প্রতিরোধের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে, পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন ছাত্রনেতা, রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবক, স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য বা 'বড় ভাই' নামধারী কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। পরীক্ষার্থী, পরিদর্শক ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ছাড়া কেউ কেন্দ্রে ঢুকলে তাকে গ্রেফতার করা হবে।

এসএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেন, নকলের কারণে দেশে-বিদেশে আমাদের অনেক দুর্নাম হয়েছে। নকল প্রতিরোধে সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে নকল প্রতিরোধ দুরূহ কাজ। তিনি বলেন, যেসব শিক্ষক নকল ধরবেন না বা নকলে উদাসীনতা দেখাবেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ঢাকঢোল পিটিয়ে জিন্দাবাদ দিয়ে কেউ কেন্দ্র পরিদর্শনে যাবেন না। এবার পরীক্ষা সংক্রান্ত আইনের পূর্ণ প্রয়োগ করা হবে। ভয়ভীতি, রাজনৈতিক চাপের ঊর্ধ্বে উঠে নকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু বলেন, নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর কম সময়ে সব ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় নকল রোধে পরীক্ষা- পদ্ধতি পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা চলছে। এবার উপজেলা পর্যায়ে ইউএনও, এসি ল্যান্ডসহ সব সরকারি কর্মকর্তাকে কেন্দ্রে মোতায়েন রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রশাসনিক পদক্ষেপের পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও স্কুল কমিটিকে নকলমুক্ত পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন যাতে ফাঁস না হয় সেজন্য কঠোর গোপনীয়তার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহিদুল আলম বলেন, বোর্ড ও জেলা প্রশাসন যথাযথভাবে রিপোর্ট না দেয়ায় দায়ী কেন্দ্র ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায় না। বাস্তব কারণে উপজেলা সদরের বাইরে সব কেন্দ্র বাতিল করা যায়নি। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ জুনাইদ, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নুরুন্নবী খান ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ ফারুক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা মহানগরী পুলিশ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রের [illegible] গজের মধ্যে একত্রে ৪ জনের বেশি জমা [illegible]